Kalikata

SEM - III (H)

Course - CC-5

Guidance (আত্মসচেতনা)

আত্মসচেতনা অনুশীলনের পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মচিন্তন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ নিজেকে প্রশ্ন করে তার সঠিক উত্তর খুঁজে বার করা প্রয়োজন। আমার সমস্যাগুলি কী কী? আমার বিভিন্ন ক্ষমতা নির্ভরযোগ্য কিনা তা জানা প্রয়োজন। আত্মচিন্তনের মাধ্যমে আমি নিজের সম্পর্কে যে ধারণা করে থাকি তা সঠিক কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। আত্মসচেতনা বলতে আমরা বুঝি নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আত্মসচেতনা দুই প্রকার - আন্তর (অভ্যন্তরীণ) ও বাহ্য (বাহ্যিক)। আন্তর (নিজ বিষয়) - আত্মসচেতনা বা নিজের সম্পর্কে নিজেদের সচেতন করা। যেমন - আমি কতটা বুদ্ধিমান, আমার ক্ষমতা কতটা ইত্যাদি। বাহ্য (অন্য বিষয়) - আত্মসচেতনা বা অন্যের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। যেমন - আমার বন্ধু কতটা বুদ্ধিমান, তার ক্ষমতা কতটা ইত্যাদি। আত্মসচেতনা বলতে আমরা বুঝি নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আত্মসচেতনা দুই প্রকার - আন্তর (অভ্যন্তরীণ) ও বাহ্য (বাহ্যিক)। আন্তর (নিজ বিষয়) - আত্মসচেতনা বা নিজের সম্পর্কে নিজেদের সচেতন করা। যেমন - আমি কতটা বুদ্ধিমান, আমার ক্ষমতা কতটা ইত্যাদি। বাহ্য (অন্য বিষয়) - আত্মসচেতনা বা অন্যের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। যেমন - আমার বন্ধু কতটা বুদ্ধিমান, তার ক্ষমতা কতটা ইত্যাদি।

আত্মসচেতনা :- আত্মসচেতন হলে আমরা নিজের জীবনের বিভিন্ন দিক যা হলো আমার (An Intellectual looking of one's own life), আমার ভাবা আমার কে আমরা হলো। আত্মসচেতনার দুটো প্রকার - আন্তর (অভ্যন্তরীণ)। আন্তর (নিজ বিষয়) - আত্মসচেতনা বা নিজের সম্পর্কে নিজেদের সচেতন করা। যেমন - আমি কতটা বুদ্ধিমান, আমার ক্ষমতা কতটা ইত্যাদি। আত্মসচেতনা বলতে আমরা বুঝি নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আত্মসচেতনা দুই প্রকার - আন্তর (অভ্যন্তরীণ) ও বাহ্য (বাহ্যিক)। আন্তর (নিজ বিষয়) - আত্মসচেতনা বা নিজের সম্পর্কে নিজেদের সচেতন করা। যেমন - আমি কতটা বুদ্ধিমান, আমার ক্ষমতা কতটা ইত্যাদি। আত্মসচেতনা বলতে আমরা বুঝি নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আত্মসচেতনা দুই প্রকার - আন্তর (অভ্যন্তরীণ) ও বাহ্য (বাহ্যিক)। আন্তর (নিজ বিষয়) - আত্মসচেতনা বা নিজের সম্পর্কে নিজেদের সচেতন করা। যেমন - আমি কতটা বুদ্ধিমান, আমার ক্ষমতা কতটা ইত্যাদি।

Krishnagar Govt. College

CC-6 SEM-III (H)

আত্মহত্যা ও হত্যার সম্পর্ক :- (Relation between suicide and killing) :- আত্মহত্যা ও হত্যা দুটি কার্য এবং কার্যটি সম্পর্কযুক্ত। আত্মহত্যা ও হত্যার মধ্যে কিছু মিল আছে, আবার অমিলও রয়েছে। এই দুই ধরনের মিলের মধ্যে কিছু মিল হল, যেমন আত্মহত্যা ও হত্যা উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিকল্পনামাফিক সুচিন্তিত কাজ। এই ধরনের কাজগুলি করার আগে মানুষ যে নিজে কতটা কঠিনভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে থাকে।

আত্মহত্যা ও হত্যার মধ্যে মিলের সাথে সাথে কিছু অমিলও লক্ষ্য করা যায় যেমন হল -

- আত্মহত্যার ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তি নিজেকে হত্যা করে, সেখানে হত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করে থাকে।

- আত্মহত্যার ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তি নিজেকে হত্যা করতে চায়, সেখানে হত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি অন্যকে হত্যা করে থাকে।

- আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজে মৃত্যুবরণ করে, সেখানে হত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি অন্যকে মৃত্যুবরণ করায়।

- আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজে মৃত্যু ও হত্যাকারী একই ব্যক্তি হয়ে থাকে, সেখানে হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দুজন আলাদা ব্যক্তি হয়ে থাকে।

আত্মহত্যার প্রকারভেদ (Types of Suicide) :- আত্মহত্যা সম্পর্কে আলোচনাকালে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক দুর্খাইম (Durkheim) তাঁর 'Suicide' গ্রন্থে এই ধরনের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তিনটি আত্মহত্যার কথা বলেন -

A. পরহিতার্থমূলক বা পরার্থবাদী আত্মহত্যা (Altruistic Suicide):- যখন কোনো ব্যক্তি নিজের হিতের জন্য নয়, পরের হিতে আত্মবিসর্জনে নিযুক্ত হয়, নিজের জীবন আনন্দের সঙ্গে ত্যাগ করেন, তাকে আত্মহত্যা করে তখন তাকে বলা হয় পরার্থবাদী বা পরহিতার্থমূলক আত্মহত্যা। এখানে 'পর' বলতে বোঝায় — পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ — অর্থাৎ পারিবারিক সম্মান, গোষ্ঠী মর্যাদা, সমাজ অনুভূতির সংরক্ষণের জন্য বা কল্যাণে ব্যক্তিগত আত্মহত্যা করা হয়। পারিবারিক সম্মান, গোষ্ঠী মর্যাদা, সমাজ অনুভূতির দ্বারা ব্যক্তি এতটাই আবদ্ধ থাকে যে, আত্মহননকে 'শ্রেয় ও গৌরবময় জীবনাবসান' বলে মনে করে। জাপানের 'হারাকিরি' (Hara-Kiri) প্রথাকে আত্মহত্যার উদাহরণ, যেখানে আত্মহনন-কারী ব্যক্তি গোষ্ঠী ও সমাজ অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সমাজ ও অনুভূতির সংরক্ষণের জন্য আত্মহত্যাকে শ্রেষ্ঠ গৌরবময় জীবনাবসান বলে মনে করে আত্মহত্যা করে।

B. আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা: (Egoistic Suicide):- আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা পরার্থবাদী আত্মহত্যার বিপরীত প্রকৃতির। এখানে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি শুধু নিজের জীবনাবসানের জন্যই আত্মহত্যা করে। মানুষ সমাজের সামাজিক জীব। সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে মানুষের জীবন হয় একাকী, নিঃসঙ্গ এবং অর্থহীন। তখন সামাজিক সম্পর্কহীন ব্যক্তির জীবন নিঃসঙ্গ ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এরূপ নিঃসঙ্গ ও অর্থহীন জীবন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করে।

C. অর্থনৈতিক বা নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (Anomic Suicide):- এই ধরনের আত্মহত্যার ক্ষেত্রে দেখা যায় অস্বাভাবিক অবস্থার প্রভাব। নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তির আত্মগ্লানির জন্য এবং অপমান বা লজ্জা থেকে মুক্ত হবার জন্য আত্মহনন এর মাধ্যমে ঘটিত আত্মহত্যা। অপরাধ করার জন্য, অন্যের সম্মান নষ্ট করার জন্য, জীবনে আর অনুশোচনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই থাকে না এবং যখন তিনি মনে করেন এই অপমান ও লজ্জা থেকে মুক্তি পাবার উপায় আর থাকে না; যেমন, অপরাধ, আত্মবিশ্বাস হারানো পরিবার এর এবং সেই ব্যক্তি ও জীব-

পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে পড়ে এবং উই ব্যক্তির জীবন বিষয় ও অর্থহীন হয়ে ওঠে। এরূপ ব্যতিক্রমী অবস্থা থেকে নিজেকে চিরতরে মুক্ত করার জন্য যখন কেউ আত্মহত্যা করে তখন সেটাকে বলা হয় ব্যতিক্রমী বা অবঃপতনজনিত আত্মহত্যা।

D. অদৃষ্টমূলক আত্মহত্যা (Fatalistic Suicide):— এ ধরনের আত্মহত্যায় আত্মহত্যাকে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির অদৃষ্ট (Fate) বলে চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে শেষ করলেও তার দায়-ভার অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দেয়। যে ধরনের ব্যক্তি মনে করে যে তাঁর জীবনের স্বকীয় (নিজস্ব) কোনো মূল্য নেই, কেননা তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় অদৃষ্টের দ্বারা, তার স্বাধীন ও স্বকীয় ইচ্ছা বলে বাস্তবিক কিছু নেই — মানুষ অদৃষ্টের খেলার পুতুল মাত্র। এরকম মনোভাব বা জীবনদর্শন মানুষকে নিষ্ক্রিয় বা নিস্তেজ করে দেয়, তার মনে হতাশার সৃষ্টি করে। হতাশাময় জীবন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য দুরন্ত অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা করে।